চা বাগানে ব্যাংকিং পরিসেবা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে চা বাগান এলাকায় ব্যাংকিং পরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমবায় ব্যাংকের পরিসেবার মান নিয়ে কলকাতায় পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের পরিসেবার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। চা বাগান এলাকায় পরিসেবা দেবার জন্য ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক নাগরাকাটায় একটি শাখা স্থাপন করেছে। চলতি আর্থিক বছরে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ২৫ হাজার চাষিকে ১৮৪ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি প্রতিবেশী কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লক ও শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং পরিসেবা দেওয়া হয়।

শিশু সুরক্ষা আধিকারিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির হোম থেকে শিশু বিক্রির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আসার পর সিআইডি জলপাইগুড়ির শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সাস্মিতা ঘোষকে চলতি বছরের মার্চ মাসে গ্রেফতার করেছিল। তারপর থেকে পদটি ফাঁকাই পড়েছিল। ৫ ডিসেম্বর ওই পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি ওই পদের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হবে। হোম কাণ্ডে দার্জিলিং জেলার চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসারও গ্রেফতার হয়েছেন। সেই জেলাতেও পদটি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। দার্জিলিং জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, শিশু সুরক্ষা আধিকারিক পদে নিয়োগের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

জলপাইগুড়ি হোম কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত চন্দনা চক্রবর্তীকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। তারপর চন্দনাকে জেরা করে গ্রেফতার করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার যথাক্রমে সাস্মিতা ঘোষ এবং মৃণাল ঘোষকে। তারপর থেকে প্রতিবেশী দুই জেলায় ওই পদগুলি ফাঁকা পড়েছিল। জলপাইগুড়ি শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের দপ্তরটি যে ঘরে ছিল সেটি সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই দপ্তরের কর্মীদের অন্য ঘরে সরানো হয়েছে। এখন অস্থায়ীভাবে দুই জেলায় শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকরা। এদিন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক রচনা ভগত বলেন, 'কয়েকমাস আগেও শিশু সুরক্ষা আধিকারিক পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তখন ধূপগুড়ি পুরভোট থাকায় নির্বাচনি বিধি যাতে ভঙ্গ না হয়, সেজন্য সেই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছিল। ফের ৫ ডিসেম্বর ওই পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।' জেলাশাসক জানিয়েছেন, 'কারা'-র গাইডলাইন মেনে জলপাইগুড়ির কোরক হোমের ভেতর 'সা' হোম তৈরির জন্য প্ল্যান এস্টিমেট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? রাহুল গান্ধি কি আগামীদিনে নরেন্দ্র মোদির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারবেন ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

পাহাড়ে পুরোপুরি শান্তি ফেরাতে ষষ্ঠ তপশিলকেই কি কার্যকর করা উচিত ?

হ্যাঁ	না
৪৭%	৫৩%

দিনের কথা

আমি মানুষ, নরেন্দ্র মোদি নই।

–রাহুল গান্ধি

(গুজরাটে ভোটের প্রচারে)

আবহাওয়া

৬ ডিসেম্বরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৭.০	১৫.৬
শিলিগুড়ি	২৭.৬	১৫.৩
জলপাইগুড়ি	২৮.৮	১৩.১
কোচবিহার	২৭.৩	১৫.২
মালদা	২৭.০	১৬.৬
রায়গঞ্জ	২৭.০	১৫.২
আলিপুরদুয়ার	২৬.৯	১৪.২
গ্যাংটক	১৭.১	৯.০

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ সকালে কুয়াশা থাকবে। বেলার দিকে পরিষ্কার হবার সম্ভাবনা।

প্রতিবাদ করলেই খুনের হুমকি, অভিযোগ মমতার

বুধবার কলকাতায় সংহতি দিবসের সভায় বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। – পিটিআই

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানির সূত্রপাত হয় আজও তা অব্যাহত। এ রাজ্যে ৩১ শতাংশ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। তারাও রাজ্যের মানুষ। তাদের উন্নয়নের দিক দেখা মানে যদি মুসলিম তোষণ করা হয় তাহলে একবার নয়, হাজার বার তিনি সেই কাজ করবেন। বুধবার বাবরি ধ্বংসের ২৫ বছর পূর্তিকে সংহতি দিবস হিসেবে পালন করতে গিয়ে ওই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপিকে। তাঁর মতে, বিজেপি প্রতি পদক্ষেপেই সংবিধানকে উপেক্ষা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অসহিষ্ণু বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিজেপি। এমনকি তাঁদের ফাঁসিকাঠেও লটকানো হচ্ছে। একটি মহলের অভিযোগ, কাসভ সহ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীকে ফাঁসির নির্দেশ দেয় আদালত। তাদের নাম না করে ওই কথা বলে কার্যত তাদেরই পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সমাবেশে দলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কড়া ভাষায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেন। রাজ্যের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো বেকার যুবক-যুবতিদের চাকরি দিয়েছেন। তবে সেই চাকরি দেওয়ার সংখ্যা বলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েও তিনি বলেন, কেন্দ্র একজনকেও চাকরি দেয়নি।

১৯৯২ সালের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সে সময় বাম জমানা থাকলেও কোনো বাম নেতাকে রাস্তায় দেখা যায়নি। একমাত্র তিনিই যখন যেখানে হামলা হয়েছে দৌড়ে গিয়েছেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও তিনি জানিয়েছিলেন সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা করার ব্যাপারে। তিনি বলেন, ভারত বিরাট দেশ। জাতি, ধর্ম, ভাষা, কে কী খাবে তা কখনও রাষ্ট্র বা সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। কেউ হিন্দু বলে মুসলিম বা খ্রিস্টানদের ঘৃণা করার অধিকার তার নেই। তিনি অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রের কারণেই দেশ থেকে ৭৫০০০ শিল্পপতি বিদেশে চলে গিয়েছেন।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার বিজেপির মতো অসহিষ্ণু নয়। যদি তা হত, তাহলে বিজেপির একাধিক নেতা কান কেটে নেবে, খুন করবে বলে হুমকি দিলেও তাদের জেলে পোরা হয়নি। তিনি দাবি করেন, তাঁর প্রশাসন স্বচ্ছ। তাই বিরোধীদের চাইতে তাঁর দলের কর্মীরাই বেশি জেলে বন্দি। তিনি বলেন, একমাত্র এরাজ্য হচ্ছে নিরপেক্ষ। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এ রাজ্যেই আছে। অন্য কোথাও নেই। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা-র দলিত সম্প্রদায়ের বাড়িতে যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। সদ্য দলত্যাগী ও বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায়ের নাম উল্লেখ না করেই তিনি বলেন, হঠাৎ করে কেউ নেতা হয়েছে। সে নাকি বাংলাকে নতুন করে গড়বে, এটা শুনলে ব্যাংও হাসবে। তিনি বলেন, রামকে তিনি সম্মান করেন। রাবণকে নয়। বিজেপি মুখে রামের কথা বলে রাবণের নীতি নিয়েছে। তাই তাদের বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, তাঁর দল হল গরিবের দল। তবুও রোজ আয়কর, ইডি, সিবিআইয়ের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। অথচ বিজেপির এক নেতা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২৫ ডিসেম্বর ও ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণার দাবিও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেন এবং রাজ্য সরকারের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী হেগ থেকে সাইকেল নিয়ে ফিরেছেন আর মুখ্যমন্ত্রী সেখানে রাজ্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুকুল রায়ের নাম না করেই তিনি বলেন, নিজে একটাও নির্বাচনে জিততে পারেন না, তিনি নাকি অন্যদলে গিয়ে রাজ্যে পরিবর্তন আনবেন। যিনি রাজ্যের ভোটারই নন। মুকুল রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, তিনি কোনো বিধানসভা নির্বাচনে জিতে আসতে পারলে, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন।

বামপন্থীদের মিছিল ঃ বাবরি ধ্বংসের ২৫বর্ষ পূর্তি হিসেবে দেশজুড়ে কালা দিবসের ডাক দিয়েছে ৬টি বামপন্থী দল। সেই কর্মসূচি পালন করতে কলকাতার রাস্তায় নামল ১৬ বামদল। কলকাতার ধর্মতলা থেকে একটি বিশাল মিছিল কয়েকটি রাস্তা ঘুরে শেষ হয় রাজাবাজারে। বামেদের ওই মিছিলের জেরে সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট।

পরীক্ষার সময় মাইক বাজিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান

খবর সংগ্রহে গিয়ে নিগৃহীত সাংবাদিক

বাগডোগরা, ৬ ডিসেম্বর ঃ স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন মাইক বাজিয়ে স্কুলের মাঠে সরকারি অনুষ্ঠান করার খবর করার জন্য বিধাননগরের এক সাংবাদিককে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা কাজল ঘোষের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ির একটি স্থানীয় চ্যানেল এবং কলকাতার একটি চ্যানেলের সংবাদদাতা পিকাই ঘোষের অভিযোগ, একটি আনারসের আড়তে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজল ঘোষ এবং তাঁর অনুগামীরা তাঁর উপর চড়াও হয়ে মারধর করে। পরে বিধাননগরের পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়। যদিও কাজল ঘোষ তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ডাহা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, মারধর করার মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি। পিকাই আমাকে হুমকি দিয়েছিল দেখে নেওয়ার। আমি পিকাইয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। পুলিশ পিকাইকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিআর বন্ডে ছেড়ে দিয়েছে। আমি বা আমার কোনো লোক মারধর করেনি। সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে আমার নামে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্রের মাঠে কৃষিমেলার আয়োজন করা হয়। তিনদিনের কৃষিমেলার বুধবার ছিল উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান। মেলায় মাইক বাজিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান করা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছিল। কারণ পাশেই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা চলাকালীন কীভাবে স্কুলের মাঠে মাইক বাজিয়ে সরকারি অনুষ্ঠান হয় তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল সবার মধ্যেই। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রেমকুমার বরদেওয়া, কাজল ঘোষ, বিডিও প্রণয়কুমার মজুমদার, খড়িবাড়ি-ফাঁসিদেওয়া ব্লক সহকৃষি অধিকর্তা লোকনাথ শর্মা প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, পরীক্ষা চলাকালীন মাইক বাজিয়ে কোনো সরকারি অনুষ্ঠান করা যাবে না। সেখানে কীভাবে মাইক বাজানো হচ্ছে- এই নিয়ে খবর করতে গিয়েই নিগৃহীত হতে হয়েছে ওই সাংবাদিককে বলে অভিযোগ।

পিকাই ঘোষ জানান, 'আমাকে মারধর করার পর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লিখিয়ে নেওয়া হয়, কাজল ঘোষকে আমি গালাগালি করেছি। হুমকি দিয়েছিলাম। এজন্য আমি ক্ষমা চাইছি। ভবিষ্যতে আর এমন হবে না। এই মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।' কাজল ঘোষ জানান, 'সরকারি অনুষ্ঠান করার বিষয় নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নানারকম প্রশ্ন করে ওই সাংবাদিক। প্রধান শিক্ষক আমাকে ফোন করেন। তখন আমি বলি তুমি কেন নেগেটিভ খবর করার চেষ্টা করছ। তারপরই পিকাই আমাকে নানারকম হুমকি দেয়। আমি বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।'

ফেসবুক নিয়ম মানবে না কেন

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ স্ত্রীর নামে অশ্লীল এবং কুরুচিকর মেসেজে ফেসবুক ভরিয়ে দিয়েছে স্বামী এবং তার বন্ধু। শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানা তদন্তের স্বার্থে ফেসবুকের কাছে দুই অভিযুক্তের আইপি চেয়েও পায়নি। আজ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আর্জি জানাল ফেসবুককে এই মামলায় পক্ষভুক্ত করতে। বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এদেশে এসে ব্যবসা করবে, আয় করবে অথচ এই দেশের আইন মানবে না। কেন্দ্রীয় সরকার কী করছে? এসব দেখছে না? কয়েকমাস আগে এক মহিলা শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ জানান তাঁর স্বামী এবং স্বামীর এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। অভিযোগটি ছিল, ফেসবুকের মাধ্যমে তাঁর নামে অশ্লীল এবং কুরুচিকর মেসেজ ছড়ানো হচ্ছে এবং তাঁকে হেনস্তা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানা তদন্তে নামে। তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দুই অভিযুক্তের ফেসবুকের আইপির জন্য তদন্তকারীরা আবেদন জানান ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু ফেসবুক কর্তৃপক্ষ তা না দেওয়ায় তদন্ত আর কোনোভাবেই এগোয়নি। এরপর ওই মহিলা কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার মামলা করেন। আদালত পুলিশের কাছে তদন্ত সংক্রান্ত রিপোর্ট চায়। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের এজলাসে এই মামলার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর বিভাস চট্টোপাধ্যায় পুলিশের একটি রিপোর্ট আদালতে পেশ করে বলেন, ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে দুই অভিযুক্তের আইপি চেয়ে পাঠালেও তদন্তের স্বার্থে তারা তাদের সহযোগিতা করেনি। তাই তদন্তকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি তদন্তকারীরা। কারণ সাইবার দুনিয়ায় আইপি ছাড়া পুলিশের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তাই আদালতের কাছে তিনি আর্জি জানান ফেসবুককে মামলায় পক্ষভুক্ত করার জন্য। বিচারপতি দেবাংশু বসাক আগামী ১১ ডিসেম্বর মামলাটি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

বিচারপতির প্রশ্ন

আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল রাজধানী

ঘোকসাডাঙ্গা, ৬ ডিসেম্বর ঃ বুধবার ঘোকসাডাঙ্গা স্টেশন সংলগ্ন রেলগেটটি ভেঙে যাওয়ায় ওই এলাকায় রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। ফলে সিগন্যাল না পেয়ে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে দিল্লি-ডিব্রুগড় ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেস। ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় ওই এলাকায় যানজটও দেখা দেয়। পরে রেলকর্মীরা এসে রেলগেটটি মেরামত করেন। এরপর রেল পরিসেবা স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে, এদিন ধূপগুড়িতে প্রায় ১ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস।

জাতীয় সড়কে ফের দাঁতাল

লাটাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ ফের জাতীয় সড়কের ওপর আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল গরুমারার এক দাঁতাল। যার জেরে বন্ধ রইল চালসা-লাটাগুড়িগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। বুধবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত এর জেরে হয়রানির শিকার হন ওই পথে চলাচলকারী নিত্যযাত্রীরা। আটকে পড়েন বহু পর্যটকও। প্রায় প্রতিদিনই এই পথে হাতি দাঁড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত নিত্যযাত্রীরা। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী জানান, এই সড়কের দুই পাশে জঙ্গল। রাস্তাটি হাতিদের পারাপারের করিডর। কোনো কোনো সময় এক জঙ্গল থেকে অপর জঙ্গলে যাবার সময় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে হাতি। সেই সময়ই এই বিপত্তি ঘটে। তবে বনকর্মীরা সজাগ রয়েছেন। এদিনও বনকর্মীরা পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলের ভিতরে ঢোকালে স্বাভাবিক হয় ওই পথে যান চলাচল।

ন্যাফের ক্যাম্প শুরু ১৮ই

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন(ন্যাফ)-এর উদ্যোগে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকিশোরদের নিয়ে ২৭তম অল ইন্ডিয়া নেচার স্টাডি কাম অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প শুরু হচ্ছে ১৮ ডিসেম্বর। এবারের এই শিবির বসছে শিলিগুড়ি থেকে ৭২ কিলোমিটার দূরে কালিম্পংয়ের নেওড়া ফরেস্ট ভিলেজ প্রাইমারি স্কুল মাঠে। শিবির চলবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ন্যাফের সম্পাদক শংকর মজুমদার বলেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকিশোরদের নিয়ে সম্ভবত ন্যাফই ভারতবর্ষে একমাত্র সংগঠন যারা এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকিশোররা এবারের শিবিরে অংশ নেবে।' এই শিবিরের পরপরই ৩৩তম প্রকৃতি পাঠ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ওই শিবির অনুষ্ঠিত হবে ২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৫ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত শিশুকিশোররা এই শিবিরে অংশ নেবে বলে ন্যাফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মুক্তা খাতুনকে সংবর্ধনা

ধূপগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া প্রথম রোল মডেল সম্মান পেয়েছে ধূপগুড়ি ব্লকের পশ্চিম ডাউকিমারির মুক্তা খাতুন। বুধবার বিকেলে ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের ছাত্রী মুক্তার বাড়িতে গিয়ে ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্যরা তাঁকে সংবর্ধনা দেয়। চলতি ও আগামী বছর মুক্তা যাতে কলেজ ফি ছাড়াই পড়াশোনা করতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হবে বলে কলেজের পরিচালন সমিতির সম্পাদক রাজেশ সিং ও কোশাধ্যক্ষ বিপ্লব ঘোষ জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩ ডিসেম্বর রাজ্য নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে মুক্তা সহ ৪০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে রোল মডেল সম্মান দেওয়া হয়।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলে ভরা ফল, বিভ্রাট মোচনে তদন্ত কমিটি

কল্লোল মজুমদার ● মালদা

৬ ডিসেম্বর ঃ পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ ও ফল বিভ্রাট নিয়ে প্রবল অসন্তোষের কারণ খুঁজতে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়ল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বুধবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এর মধ্যেই পরীক্ষার খাতাগুলি পুনর্মূল্যায়ন সহ ডিসেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের দাবি জানিয়ে ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের হাতে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ নভেম্বর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলির স্নাতকস্তরের পার্ট ওয়ান, পার্ট টু-এর সাধারণ এবং অনার্সের ফল প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, মার্কশিটে বিপুল পরিমাণে ভুলভ্রান্তি। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন নতুন উপাচার্য স্বাগত সেন। গত ১ ডিসেম্বর তিনি সমস্ত ঘটনা নিয়ে পরিষ্কারই জানিয়ে দেন, মার্কশিট বিভ্রাট নিয়ে তদন্ত হবে। এরই মধ্যে সার্বিক ফল প্রকাশের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। উন্মত্ত পড়ুয়ারা জাতীয় সড়ক অবরোধ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনার জেরে পুলিশ ডাকতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ওই ঘটনার পর দু'দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন না হলেও বুধবার ফের ছাত্র বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের কাছে ৮ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

বুধবার বেলা ১২টা থেকে কয়েকশো পরীক্ষার্থী জমায়েত হন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। তবে এদিন মূল ফটক ছিল বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিন তেমন কোনো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গেটের বাইরে আসেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রাজীব পুততুণ্ড ও ইনস্পেকটর অব কলেজেস অপূর্ব চক্রবর্তী। তবে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য পড়ুয়াদের উপস্থিতিও ছিল খুব সামান্য। এক সময় উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে যায় ছাত্রছাত্রীদের ৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল। যে প্রতিনিধিদলে ছিলেন মালদা মহিলা কলেজের সুলগ্না দে, সামসী কলেজের উৎপল মণ্ডল, গৌড় কলেজের দীপঙ্কর প্রামাণিক, সাউথ মালদা কলেজের নামতারা খাতুন, মালদা কলেজের শুভম জয়সোয়াল। তাঁরা উপাচার্যের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।

ছাত্রনেতারা জানিয়েছেন, ওই স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিণ্ডিকেটরাজ ভাঙতে হবে। মার্কশিট ছাপানো, ডেটা এন্ট্রি কোম্পানিকে ব্ল্যাক লিস্টেড করতে হবে, বিনা শর্তে খাতাগুলির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। ফল প্রকাশ করতে হবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। দ্রুত ফল প্রকাশের জন্য স্থায়ী পরীক্ষা নিয়ামক নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও একাধিক দাবি তোলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেনিয়মের বিরুদ্ধে।

এদিকে মালদায় এসে বুধবার একাধিক মিটিং করেন উপাচার্য স্বাগত সেন। একটি বৈঠক হয় ভরতি সংক্রান্ত বিষয়ে। দ্বিতীয় বৈঠক হয় ফল ও মার্কশিট বিষয়ে। তৃতীয় বৈঠক হয় কলেজগুলির অধ্যক্ষদের নিয়ে। তিনটি বৈঠক শেষ হতে সন্ধে গড়িয়ে যায়। জানা গেছে, ফল প্রকাশ এবং মার্কশিট নিয়ে সমস্যার সমাধানে ৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ফল প্রকাশে সবচেয়ে বেশি গরমিল রয়েছে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে। তাই বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করতে রিপোর্ট পেশ করতে হবে ৭ দিনের মধ্যে। এছাড়াও বাকি বিষয়ের রিপোর্ট পেশ করার শেষদিন বেঁধে দিয়ে করা হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আরও জানা গেছে, রিঅ্যাসেসমেন্টের জন্য পদ্ধতি মেনে আবেদন করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।

এপ্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, বেশ কয়েকটি বিষয়ে এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান উপাচার্য। এছাড়াও রয়েছেন ২ জন অধ্যক্ষ, আইসি, কন্ট্রোলার অব এগজামিনেশন এবং ওই দপ্তরের ২ জন আধিকারিক। আগামী ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওই বিষয়ে খাতা আরও রিভিউ করা হবে। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে রিঅ্যাসেসমেন্টের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজের কলেজে আবেদন করতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তা আমাদের কাছে পাঠাবে। এর জন্যও ৭ দিনের সময় ধার্য করা হয়েছে।

APC Roy Governm
Under the inspiring lead
Hon'ble Chief Minister, Mam
Inaugurati
Central Digital Library &
on 6th of Decem
by
Shri Gautam
Honourable Minist

বুধবার ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ও ডিজিট্যাল গ্রন্থাগারের উদ্‌বোধন করছেন গৌতম দেব। ছবি ঃ সৌরভ জোয়ারদার

সরকারি কলেজে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ এপিসি রায় গভর্নমেন্ট কলেজে বুধবার দুটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ও ডিজিট্যাল গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করলেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি জানান, 'ইতিমধ্যেই কলেজে অনেক ভালো ভালো কাজ করা হয়েছে। আগামীতে কলেজের উন্নতির জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে তা করব।' তিনতলাবিশিষ্ট এই গ্রন্থাগারে রয়েছে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বইয়ের পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় আরও অনেক বই। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ময়ূখ সরকার বলেন, 'কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে দুটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি ক্লাস করানো হয়েছে। পরবর্তীতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলে সেখানকার অধ্যাপকদের দিয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ক্লাস হবে। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে ডিজিট্যাল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান প্রণব ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার মৈত্রেয়ী কর সহ অন্যরা।

বিনিয়োগ সমস্যা খতিয়ে দেখবেন

প্রথম পাতার পর

তবে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে বলে দাবি সিআইআই-এর। সংগঠনটির বক্তব্য, গত বছর ১৭০০ কোটি টাকার যে বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ৬০০ কোটি টাকার কাজ চলছে। এছাড়াও আগের সম্মেলনগুলিতে বিনিয়োগের যে প্রস্তাব জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ৮৮৮ কোটি, ৯১৪ কোটি এবং ১১৭ কোটি টাকার কাজ চলছে। সব মিলিয়ে কাজ চলছে ২৫১৯ কোটি টাকার। মঙ্গলবারের সম্মেলনে ভিডিয়ো বার্তার মধ্যে দিয়ে ৮০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাবের কথা বলেছেন রাজ্যের শিল্প তথা অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। সিআইআই-এর উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান রাজীব লোচনের বক্তব্য, 'বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবরকমের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যেই উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় গিয়ে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি তাঁদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।' রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'প্রচুর টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। কিন্তু আমরা চাইছি প্রস্তাব অনুযায়ী লগ্নি। সেই লক্ষ্যেই সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি সমাধানের রাস্তা খুব সহজেই বের হবে।'

ইস্টার্ন বাইপাস

প্রথম পাতার পর

জমি ছাড়ার বিনিময়ে দালালদের দিতে হয় কয়েক লক্ষ টাকা। এভাবেই একের পর এক জমি দখল করে তা থেকে মোটা অংকের টাকা নিজেদের পকেটে পুরছেন অনেকে। শুধু ফাঁকা জমি দখলই নয়, ওই এলাকায় বসবাসকারী গরিব মানুষের জমি বলপূর্বক দখল করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ জমা পড়ছে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে। একটু কমজোরি লোক দেখলেই বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে এই এলাকায়। পুলিশও এদের কিছু করতে পারে না বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রেই খবর, আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় প্রতিদিন যত অভিযোগ জমা পড়ে, তার সিংহভাগই জমি সংক্রান্ত। কিন্তু পুলিশের তরফে সেভাবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলেই অভিযোগ।

ওসি ক্লোজড

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার রাতে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমাদের মনে হয়েছে ওসি ধীরগতিতে তাঁর কাজ করেছেন। তাই তাঁকে ক্লোজ করা হয়েছে। তবে এখনই ওই ফাঁড়িতে নতুন কাউকে ওসি পদে বসানো হয়নি।'

অন্যদিকে, সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে এদিন শিখা চ্যাটার্জিকে দেখতে যান পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'মঙ্গলবারের ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। শিখা চ্যাটার্জি আমাদের দলের সিনিয়র নেত্রী। কাউকে ছাড়া হবে না। পুলিশকে বলেছি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ঘটনায় যারাই যুক্ত তাদের গ্রেফতার করতে হবে। জোরজবরদস্তি কারও জমি দখল মানা হবে না।'

ক্যাম্পাসেই প্রহৃত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার

প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টাররোল কর্মী নাজিরুল ইসলাম ফিনান্স বিভাগে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের নিরাপত্তার স্বার্থে নাজিরুলকে মাস্টাররোল থেকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে কাজ করার নির্দেশ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নাজিরুল নিজেও একজন ভূমিহারা। এদিকে নাজিরুল ইসলামকে চুক্তিভিত্তিক কর্মীর পদ থেকে ফের মাস্টাররোলে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পাশাপাশি সব মাস্টাররোল কর্মীকে চুক্তিভিত্তিক কর্মীপদে নিয়োগের দাবিতে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের খামার অধিকর্তার দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। খামার অধিকর্তা এ ব্যাপারে নোটশিট পাঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় নির্দেশ জারি করে নাজিরুল ইসলামকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী থেকে মাস্টাররোলে ফিরিয়ে আনে।

বুধবার সকালে ১১টা নাগাদ আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমিক সংগঠন মাস্টাররোলের কর্মীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল করে এটিক ভবনের সামনে এসে জড়ো হয়। এই সময় রেজিস্ট্রার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের কাছে মিছিলের কারণ জানতে চাইলে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। এরই মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রেজিস্ট্রারের উপর চড়াও হন মাস্টাররোল কর্মীরা। তাঁর পেটে ঘুসি মারা হয়। মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। রেজিস্ট্রারকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা ভিক্টর সরকার সহ দুইজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। রেজিস্ট্রার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়েবকুপার বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ছাত্রদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিদ্যা অনুষদের ডিন তপনকুমার হাত এবং উদ্যান ও পালনবিদ্যা অনুষদের ডিন জগদীশচন্দ্র জানা নিগৃহীত হয়েছিলেন। এই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দ্বারা বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক মার খেয়েছিলেন। রাস্তায় ফেলে এক সাংবাদিককে পিটিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ওই ঘটনার প্রায় ৭ মাস পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক একজন আধিকারিকের মার খাওয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

অনেকের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক অশান্তির ঘটনাকে হালকা করে দেখেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর ফলেই শিক্ষক, সাংবাদিকের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আধিকারিকদের মার খেতে হল। প্রথম থেকেই এইসব বিষয় কড়া হাতে দমন করলে এদিনের ঘটনা ঘটত না বলে মনে করছে শিক্ষানুরাগী মহল।

বুধবার রেজিস্ট্রারকে মারধরের ঘটনার নিন্দা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল পরিচালিত কর্মচারী সংসদের সাধারণ সম্পাদক নীহাররঞ্জন অঞ্জন। তিনি বলেন, 'আমি ছুটিতে রয়েছি। রেজিস্ট্রারকে মারধরের ঘটনা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। মাস্টাররোল কর্মীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।' এদিকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ক্যাম্পাসে মাস্টাররোল কর্মীরা মিছিল করছিল। আমি ওদের কাছে জানতে চাই মিছিলের কারণ। ওদের কিছু দাবি থাকলে তা লিখিতভাবে জানাতে বলি। ওরা 'ধোলাই হবে পিটাই হবে' বলে স্লোগান দিতে থাকে। কিছু বোঝার আগে ওরা আমাকে মারধর করে। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার ছাত্র এবং সহকর্মী আহত হয়েছেন। গোটা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির সম্পাদক গোপাল সরকার বলেন, 'মাস্টাররোলের কর্মী ও রেজিস্ট্রার সকলেই তৃণমূলের লোক। বিষয়টি আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটিয়ে ফেলা হবে।'